

# হাইকু কবিতা

অনুস্থিতি : জামিল হাসান সুজন

(‘হাইকু’ হচ্ছে জাপানের একটি বিশেষ ধরণের কবিতা, মধ্যযুগে  
মূলতঃ যা রচনা করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৪০ সালে এক আফ্রিকা-  
আমেরিকান কবি জাপানী পদ্ধতি অনুসরণ করে আরও কিছু এ ধরণের  
কবিতা রচনা করেন।)

১

বসন্ত চলে যায়।  
পথিরা কাঁদে  
মাছেদের চোখ অশ্রুতে ভরা

২

জলাশয়ে পদ্ম পাতা  
সানন্দে ভাসে।  
বর্ষার বৃষ্টিতে।

৩

চেরি গাছ থেকে ঝরে যাওয়া একটি পাপড়ি হাতে নিলাম।  
মুঠি খুলে দেখি  
সেখানে কিছুই নেই।

৪

আমি কেউ নই :  
একটি লাল ডুবন্ত শরতের সূর্য  
আমার নামকে নিয়ে গেল দূরে।

৫

এই কাষ্ঠ খন্দ সোজা ধরে রাখ নীচে  
তারপর ডানে ঘুর যেখানে খুঁজে পাবে  
একটি প্রস্ফুটিত পীচ গাছ।

৬

তোমার মন ঠিক কর, শামুক !  
তুমি তোমার ঘরের ভিতরে অর্ধেক  
এবং মাঝ পথে বাইরে !

৭

তোমরা আলো- পতঙ্গেরা অবশ্যই এখন চলে যাও;  
আমি বাতি নিভিয়ে দিচ্ছি  
এবং ঘুমাতে যাচ্ছি।

৮

আচ্ছা বেশ, তোমরা চড়ুই পাখিরা;  
সূর্য ডুবে গেছে এবং তোমরা এখন  
তোমাদের কিচির মিচির বন্ধ করতে পারো !

৯

একটি ম্যাগনোলিয়া  
আরেকটির উপর স্থাপিত  
শিশির ভেজা ঘাসের ভেতর।

১০

সূর্য যখন ডুবে যায়,  
একটি সবুজ তরমুজ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায়  
এবং ফেঁটায় ফেঁটায় রস গড়িয়ে পড়ে।

১১

কাক এত দ্রুত উড়ে যায় যে  
সে তার নিঃসঙ্গ কা-কা ধ্বনি ছেড়ে যায়  
মাঠের পশ্চাদভিমুখে।

১২

চিৎকার এবং কান্না,  
হাঁসেদের সুরেলা ধ্বনির সারি  
কবরস্থান অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে।

১৩

এক শরৎ সন্ধ্যা  
একজন আগন্তক প্রবেশ করে গ্রামে  
এবং অগ্রসর হয় পথ দিয়ে।

১৪

নিশ্চিত ঐ বসন্তের চাঁদ  
এমন হলুদ এবং এমন ভঙ্গুর  
মেঘের উপর বিদীর্ঘ হবে।

১৫

আকস্মিক বজ্জনাদ  
চমকে দেয় ম্যাগনোলিয়াদের  
গভীরতর শ্বেত শুভ্রের দিকে।

১৬

যখন কাকেরা কা-কা করে,  
পপি গাছগুলি কর্তব্যনির্ণয় হয়ে  
নিষ্ঠুর করে তোলে তাদের লাল রঙ।

১৭

তোমরা আলো- পতঙ্গেরা অবশ্যই এখন চলে যাও;  
আমি বাতি নিভিয়ে দিচ্ছি  
এবং ঘুমাতে যাচ্ছি।